ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

মো. রেযাউল করিম

অমিত সরকার

২৬ নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

- আবহমানকাল ধরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত
- সহজে গ্রহণযোগ্য, স্বল্প আয়তনে উচ্চ মূল্যের আধার ও দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বিশ্বব্যাপি মানুষের কাছে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে
- বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার প্রাচীন যুগ থেকেই ব্যাপক জনপ্রিয়। স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও স্বর্ণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে পৃথক একটি খাত যেখানে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ
- তবে দেশের স্বর্ণখাত সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে নির্ভরযোগ্য জরিপ বা গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না
- বিভিন্ন উৎসের হিসাবমতে দেশে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে লক্ষাধিক (সর্বাধিক এক লক্ষ ২৮ হাজার, ভিন্ন মতে ৩২ হাজার এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার) এবং কমপক্ষে পাঁচ হতে বিশ লক্ষাধিক লোক এই খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত
- স্বর্ণের চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কেও ভিন্নমত রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী এই পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। ধারণা করা হয় যে দেশীয় চাহিদার দশ শতাংশ তেজাবি স্বর্ণ থেকে সংগৃহীত হয়; সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮-৩৬ মেট্রিক টন

প্রেক্ষাপট

- ধারণা করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ আন্তর্জাতিক বাজার হতে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ বা করিডর হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে
- স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহে জটিলতার কারণে এখাতের ব্যবসায়ীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ
- সাম্প্রতিককালে বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হিসাব-বহির্ভূত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটকের ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব বিরাজমান
- বৈধ-অবৈধভাবে বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের দেশীয় বাজারে অনুপ্রবেশ এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার অভাব, ফলে দেশীয় স্বর্ণখাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেমন - স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে চাঁদাবাজি ও ডাকাতি, স্বর্ণশিল্পীদের দেশ ত্যাগ ও পেশা পরিবর্তন
- বিনিময় (মাধ্যম) সহজতর করার মাধ্যমে চোরাচালানসহ বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় অপরাধসমূহ, যেমন- অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র পাচার ইত্যাদি বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে
- সার্বিকভাবে, স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, মজুত, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, ক্রেতা ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়
- একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা

যৌক্তিকতা

- দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণীত হয়, যেখানে
  - স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারবেন
  - ক্রেতা সাধারণের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে
  - নিয়োজিত শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকসহ অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্মানজনক আয় ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত হবে
  - সর্বোপরি, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হবে
- বর্তমানে দেশে স্বর্ণখাতে সার্বিকভাবে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন করে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এখাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে
- টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণখাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে টিআইবি'র গৃহীত অবস্থান এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

১. স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা।

২. স্বর্ণখাতে বিরাজমান বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

৩. এই খাতটিকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

পরিধি

১. আইনি কাঠামো

২. স্বর্ণের বাজার

৩. বাণিজ্যিক মজুত

৪. মান নিয়ন্ত্রণ

৫. স্বর্ণ আমদানি

৬. স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি

৭. ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ

৯. শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার

১০. বন্ধকী ব্যবসা

১১. তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা

গবেষণা পদ্ধতি

- গবেষণাটি মূলত গুণগত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে
- গবেষণার তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে সংগৃহীত
  - ✓ পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো- প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যম প্রতিবেদন, ইত্যাদি
  - ✓ প্রত্যক্ষ তথ্য স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অংশীজনের নিকট হতে সংগৃহীত:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)
- বাংলাদেশ ব্যাংক (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট)
- বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি)
- কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
- কাস্টমস্ হাউজ
- এয়ারপোর্ট কাস্টমস্
- ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতি
- বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফেকচার্স অ্যাণ্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
- মানযাচাই প্রতিষ্ঠান (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.)
- বাংলাদেশ পুলিশ
- স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসায়ী
- জুয়েলারী মালিক ও কর্মী
- পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী
- ইন্সুরেন্স কোম্পানি
- ট্রাভেল এজেন্সি
- অর্থনীতিবিদ, গবেষক, অ্যাকাডেমিক ও বিশ্লেষক
- আইনজীবী

- ✓ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা ও আধেয় বিশ্লেষণ, ক্ষেত্রবিশেষে ই-মেইল ও টেলিফোনেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়
- ✓ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ: তথ্যদাতাদের ধরনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট
- ✓ গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের সময়: জুলাই - নভেম্বর, ২০১৭

গবেষণার ফলাফল

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিককালে সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

- ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও এই খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একাধিক মতবিনিময় সভা আয়োজন
- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ এবং সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সাম্প্রতিককালে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক ও উদ্ধার তৎপরতা
- বাংলাদেশ কাস্টমসের সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান উদ্যোগ হিসেবে স্থল (বেনাপোল) ও বিমান (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) বন্দরে 'মেটাল ডিটেক্টর' ও 'আর্চওয়ে'র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'কার্গো এরিয়া'তে ব্যাগেজ স্ক্যানিং যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে
- একইসাথে, জনবল সংকট নিরসনে বর্তমানে প্রবেশ স্তরে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম পুনরায় শুরু এবং এই স্তরে আগের তুলনায় নিয়োগ বৃদ্ধি

চিত্র ১: বাৎসরিক আটককৃত স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি) (সূত্র: শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর)

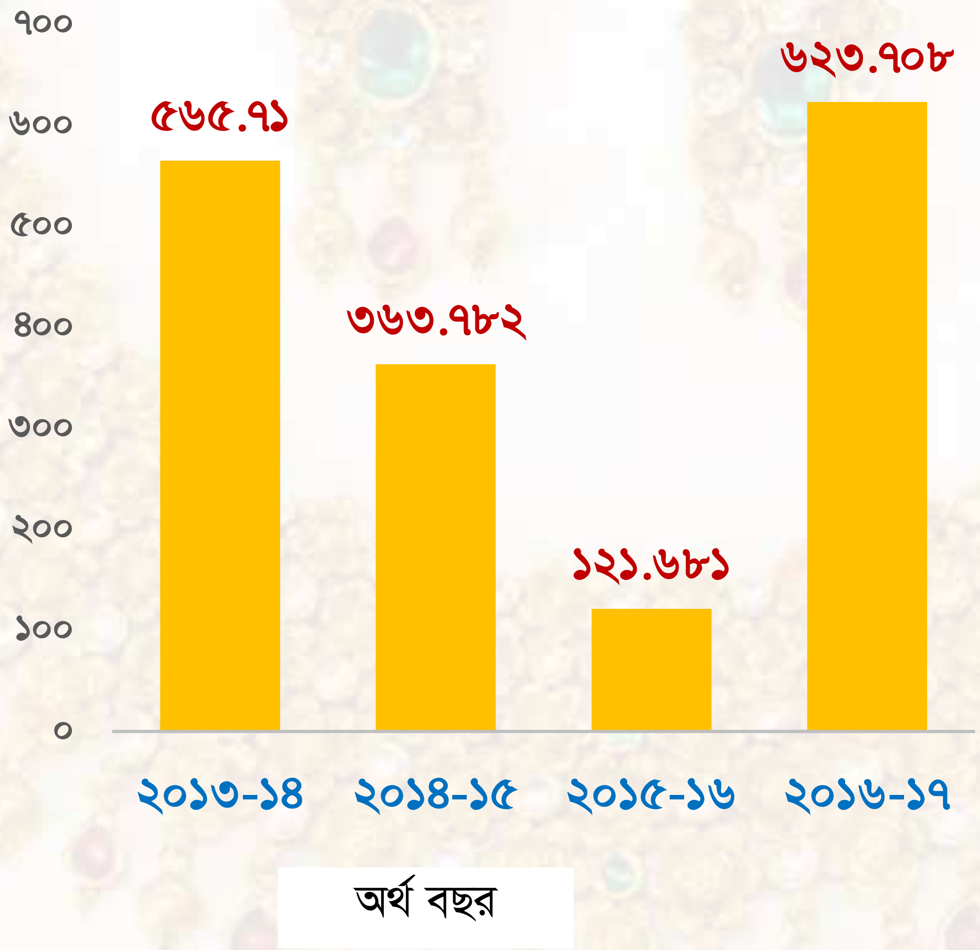

স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো

আইন	প্রধান প্রধান বিষয়	পর্যবেক্ষণ
১. আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮	▪ শুধু বলা হয়েছে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭' এর প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানির নির্দেশনা বিদ্যমান	স্বর্ণ আমদানীর শর্তাবলী যেমন শুল্কহার, আমদানীর সীমা ইত্যাদি বিস্তারিত উল্লেখ নেই
২. ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (সংশোধিত ২০১৫)	▪ বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বর্ণ আনা-নেওয়ার অনুমতি (ধারা ৮) ▪ বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত (ধারা ২৩)	▪ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং ইত্যবসরে বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধির ঝুঁকি, ফ্রেইট ও ইন্স্যুরেন্সের অপ্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণে এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীগণ সম্পৃক্ত হতে অনীহা
৩. বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ সিডিউল, ২০১৭-২০১৮	▪ কাস্টমস ট্যারিফে প্রদত্ত শুল্ক ✓ স্বর্ণ: ▪ অগঠিত/বার আকারে ৩,১৫৭ টাকা/ভরি; ▪ আধা-শিল্পজাত রূপে ৩,১৬২ টাকা/ভরি;	▪ ব্যবসায়ীরা বিদ্যমান শুল্কহারকে উচ্চ ও ব্যবসায়িকভাবে অলাভজনক মনে করেন; ▪ এছাড়া অবৈধ স্বর্ণের প্রাপ্যতার কারণে জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ায় বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির দৃষ্টান্ত নেই

স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো

আইন	প্রধান প্রধান বিষয়	পর্যবেক্ষণ
৪. যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬	▪ অনধিক ২৩৪ গ্রাম স্বর্ণপিণ্ড/বার 'নির্ধারিত শুল্ক' (প্রতিভরি/১১.৬৬৪ গ্রাম ৩,০০০ টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে দেশে আনার সুযোগ (ধারা ৩, উপধারা ১০) ▪ একজন যাত্রী অনধিক ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালঙ্কার (এক প্রকার অনধিক ১২টি) শুল্ক পরিশোধ ছাড়া আমদানির সুযোগ (ধারা ৩, উপধারা ৯) ▪ ১০০ গ্রামের অতিরিক্ত প্রতিগ্রাম স্বর্ণালঙ্কার (ফিনিশড্) শুল্ক ১,৫০০ টাকা	▪ একজন যাত্রী বছরে কতবার এই সুযোগ পাবেন সে বিষয়ে নিদের্শনা না থাকায় এই সুযোগ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার দেশে আনার সুযোগ; ▪ দেশে ব্যাগেজ রুলের অধীনে আনা স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের তথ্য লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় চোরাচালান করে আনা স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যাগেজ রুলে আনা হয়েছে বলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দাবী
৫. কাস্টমস আইন, ১৯৬৯	▪ বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সামগ্রীর ওপরে ধার্য শুল্কের পরিমাণসহ এই আইনের ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তির বিধান সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। কিছু উদাহরণ- ✓ চোরাচালানে সম্পৃক্ত হলে পণ্যমূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড ও পণ্য বাজেয়াপ্ত; ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে অনধিক ছয় বৎসর কারাদণ্ডসহ দশগুণ অর্থদণ্ড (ধারা ১৫৬, উপধারা ১, ক্লজ ৮) ✓ পণ্য সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা ও ভুল তথ্য দিলে পণ্যমূল্যের তিনগুণ অর্থদণ্ড ও পণ্য বাজেয়াপ্ত; ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড (ধারা ১৫৬, উপধারা ১, ক্লজ ১৪)	▪ বাস্তবে চোরাচালানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের প্রয়োগ হয় না। সাধারণত বিশেষ ক্ষমতা আইনে (১৯৭৪) মামলা রুজু হয়

স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো

আইন	প্রধান প্রধান বিষয়	পর্যবেক্ষণ
৬. বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	▪ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে স্বর্ণ দেশের অভ্যন্তরে আনা বা বাইরে পরিবহন করলে চোরাচালানের দায়ে অভিযুক্ত হবে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ন্যূনতম দুই থেকে সর্বোচ্চ চৌদ্দবছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ২৫ বি, উপধারা ১) ▪ এই আইনে কৃত অপরাধ 'প্রগ্রাহ্য (কগনিজিবল) এবং সাধারণভাবে অজামিনযোগ্য' (ধারা ৩২), যা বিশেষ 'ট্রাইবুনালে বিচারযোগ্য' (ধারা ২৬)	▪ বাস্তবক্ষেত্রে দুর্বল তদন্ত ও অভিযোগ গঠন, অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি কারণে চোরাচালান সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তরা উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে থাকে
৭. ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন	▪ বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতির অধীনে স্বর্ণালংকার প্রস্তুত এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত মূল্য সংযোজন সাপেক্ষে স্বর্ণালংকার রপ্তানির সুযোগ (ভলিয়্যুম ১, অধ্যায় ৬, ধারা ১২)	▪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে রপ্তানি সনদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ায় এটি জটিল, সময় সাপেক্ষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ; ▪ রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বন্ড' পদ্ধতির চর্চা বাস্তবে নেই। এটিতে দীর্ঘসূত্রতা ও সুপারভাইজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়ায় অনিয়মের উচ্চঝুঁকি বিদ্যমান বলে ব্যবসায়ীদের অভিমত
৮. রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮	▪ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রির কাঁচামাল আমদানি সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নসহ স্বর্ণশিল্পকে উৎসাহিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে	▪ এ পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানি সহায়ক নীতিমালা প্রণীত হয় নি; ▪ রপ্তানি উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ

- রাজনৈতিক প্রভাবশালী, চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বৃহৎ স্বর্ণ/স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের একাংশ দেশের স্বর্ণবাজার সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে যাতে সুশাসন কাঠামোতে না আসে সেলক্ষ্যে পারস্পরিক অনুল্লেখিত সমঝোতার মাধ্যমে তৎপর থাকার অভিযোগ

২. স্বর্ণের বাজার

- দেশের স্বর্ণবাজারে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ তথা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই
- স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি করা হলেও মূল্য হ্রাসের ক্ষেত্রেও অনুরুপ আকারে কমানো হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে
- আটককৃত স্বর্ণের মূল্য পুষিয়ে নেওয়া/সমন্বয় করার লক্ষ্যে দেশীয় বাজারে স্বর্ণালংকারের দাম ওঠানামা বা হ্রাস-বৃদ্ধির অভিযোগ
- অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার অব্যাহত রয়েছে
    - দেশের প্রথমসারির জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের শো-রুমের বেশিরভাগ অলঙ্কার বিশেষ করে চেইন, হাতে পরার গহনাসমূহ ও অন্যান্য ভারী অলঙ্কার সেট মূলত বিদেশ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে
- বাধ্যতামূলক হলেও, খুচরা বাজারে স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে ইসিআর/মূসক চালান ব্যবহার হয় না। এতে ভ্যাট ফাঁকির সুযোগ বিদ্যমান

চ্যালেঞ্জসমূহ

২. স্বর্ণের বাজার (চলমান)

- স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থপাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে
- সনাতনী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ ব্যবসায়ীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত
- স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে ব্যবসায়ীদের একাংশ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে 'গোল্ড ডিলিং লাইসেন্স' ও 'মানি লেন্ডিং লাইসেন্স' গ্রহণ ও নিয়মিত নবায়ন না করায় সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত
- ভ্যাটসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় করলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ গ্রাহককে ভ্যাটচালানের রশিদ দেন না
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সাথে যোগসাজসে ব্যবসায়ীদের ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ। উল্লেখ্য, ব্যবসায়ীদের হিসাবমতে প্রতিদিন দেশের স্বর্ণবাজারে প্রায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন হয়
- দেশের বিভিন্নস্থানে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি/স্বর্ণলুট ও চাঁদাবাজির ঘটনা এবং ব্যবসায়ীদের একাংশ চোরাই স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত বলেও অভিযোগ

চ্যালেঞ্জসমূহ

৩. স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুত

- ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মজুত সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুতের পরিমাণ সম্পর্কে সরকারি নীতি-নির্দেশনার অভাব
- বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ও পরে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রি বন্ধ রয়েছে; ফলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অবৈধ স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীলতার ঝুঁকি বৃদ্ধি

৪. মান নিয়ন্ত্রণ

- বাংলাদেশে হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত এবং আন্তর্জাতিক মান সমতুল্য সকল মানের (ক্যারেট) স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত নয়
- অভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন ক্যারেটের যে গহনা বিক্রি করা হয় বাস্তবে তাতে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে তা পরিবীক্ষণ ও তদারকির জন্য সরকার অনুমোদিত ব্যবস্থা নেই
- ফলে অতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে ও মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতাদেরকে প্রতারিত করার সুযোগ বিদ্যমান
- ২০০৭ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোগে তাঁতীবাজারে একটি প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান (হলমার্ক স্টিকারযুক্ত) তথা খাদ পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করলেও এখনও পর্যন্ত তা সরকারিভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়

চ্যালেঞ্জসমূহ

৫. আমদানি

- স্বর্ণ আমদানির অনুমতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ
    - উল্লেখ্য, একজন ব্যবসায়ীকে বিশেষ ‘কনসাইনমেন্ট’ এর আওতায় (সব নথি জমাদান সাপেক্ষে) তিনটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) পৃথক তদন্ত সাপেক্ষে আমদানির ছাড়পত্র পেতে ১ - ১.৫ বছর অপেক্ষা এবং ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি
- দেশের স্থল ও বিমানবন্দরসমূহের স্টোর থেকে পণ্য চুরি, হারানো, দ্রুত খালাস না হওয়া, অক্ষত অবস্থায় গ্রাহকের কাছে (চালানের প্যাকেট) পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণে বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) কোম্পানি স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পরিবহনে আগ্রহ দেখায় না
- চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে উৎসাহী নন

৬. স্বর্ণালংকার রপ্তানি

- বাংলাদেশের কারিগরদের দ্বারা তৈরি স্বর্ণালঙ্কার আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকলেও প্রণোদনার ঘাটতি থাকায় বিগত এক দশকে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদাহরণ নেই
- বিগত বছরগুলোতে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে আসা স্বর্ণালঙ্কার দেশীয় বাজারে ব্যাপকহারে প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে
- জাতীয় রপ্তানি নীতিমালায় স্বর্ণালঙ্কার সামগ্রীর রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানির সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নসহ উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, অথচ উক্ত নীতিমালা প্রণীত হয় নি কিংবা রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি
- রপ্তানিকে উৎসাহব্যঞ্জক করার ক্ষেত্রে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় তথা বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াত বা ভর্তুকির ব্যবস্থা নেই
- ‘সুপারভাইজড বন্ড’ ব্যবস্থায় সুপারভাইজারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা দ্বারা দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি

৭. ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ

- স্বর্ণবাজারে ওজনমাপক যন্ত্রসমূহ বেসরকারিভাবে সরবরাহকৃত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যমানের এবং স্বর্ণালঙ্কারের প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম ওজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ উপযুক্ত নয় বলে অভিযোগ
- স্বর্ণালঙ্কারের বিক্রয় রসিদে ক্যারেট অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর ও মূল্য, মিশ্রিত খাদের পরিমাণ, ভ্যাট এবং শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় না
- কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতি ও কার্যকর উদ্যোগের অভাবে স্বর্ণালঙ্কারের মান নিয়ন্ত্রণ ও ওজন পরিমাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যাহত হওয়ার অভিমত রয়েছে
- এমতাবস্থায় সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন -
  - স্বর্ণালঙ্কার পুন:বিক্রয়কালে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ধার্যকৃত মূল্যে বিক্রয়ে ক্রেতাসাধারণ বাধ্য হন;
  - নিম্নমানের স্বর্ণালঙ্কার উচ্চ মানে তথা উচ্চমূল্যে ক্রয়ে বাধ্য হওয়া, যেমন - মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ১৮ ক্যারেটের অলঙ্কার প্রতারণা মূলকভাবে ২১ ক্যারেট হিসেবে বিক্রি

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ

ক. অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশে প্রবেশ

- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে স্বর্ণ অবৈধভাবে মূলত বাংলাদেশ বিমান ও দেশীয় বেসরকারি বিমান সংস্থার মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে
- স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা ও নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ বাহকের দ্বারা নিয়মিতভাবে ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার দেশে আনা
- বিগত চার অর্থবছরে বিমানবন্দরে আটককৃত স্বর্ণের পরিমাণে ১,৬৭৪.৮৮১ কেজি (বছরপ্রতি ৪১৮.৭২ কেজি)। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতে এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র
- বৈধ পথে আমদানি না হওয়ায় স্বর্ণখাতে সরকারের ন্যূনমত রাজস্ব ক্ষতি বাৎসরিক ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা

খ. পাচার কৌশল

- ক্ষুদ্র চালান (এক কেজির কম) সাধারণত প্রবাসী শ্রমিক, নিয়মিত যাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে নানা কৌশল প্রয়োগ করে বাংলাদেশে আনা হয়ে থাকে
- উল্লেখ্য, বৃহৎ চালানসমূহ সাধারণত বিমানের কাঠামো ব্যবহার করে বিমানবন্দরে আনা হয়। অতঃপর বিমানের বর্জ্য তথা বর্জ্যবাহী মোটরযান, প্রভাবশালীদের একাংশের সাথে থাকা যানবহনের মাধ্যমে বিমানবন্দর এলাকা পার করার অভিযোগ রয়েছে

চ্যালেঞ্জসমূহ

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

গ. ভারতে পাচারের অভিযোগ

- বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করা অধিকাংশ স্বর্ণ বেনাপোল, সোনা মসজিদ ও বুড়িমারী স্থল বন্দর দিয়ে ভারতে পাচারের অভিযোগ রয়েছে

ঘ. জড়িত ব্যক্তি

- চোরাচালান চক্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
  - সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
  - সরকারি ও বেসরকারি বিমান সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ, যেমন - বিমানের পাইলট, কো-পাইলট, কেবিন ক্রু, ফ্লাইট স্টুয়ার্ট, বিমানবালা, চিফ পার্সার, জুনিয়র পার্সারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মীদের একাংশ
  - চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের একাংশ
  - বিমানে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহকারী ও পরিচ্ছন্নকারীদের একাংশ, ইত্যাদি

চ্যালেঞ্জসমূহ

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি

- বিমানবন্দরের সকল আগমন ও বহির্গমন পথে স্ক্যানার ও আর্চওয়ে নেই। বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ও সময় উপযোগী নয়। কন্টেইনার ও যানবাহন তল্লাশীর জন্য 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার' নেই
- গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি, সতর্ক প্রহরা (ভিজিলেন্স), তদন্ত সক্ষমতার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঘাটতি
- আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী আগত যাত্রীর মালামাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই যা চোরাচালান সংঘটনে সহায়ক বা ঝুঁকি সৃষ্টি করে
- শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক আগত বিমানের কাঠামো বিশেষ করে কার্গোহোল তল্লাশীতে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের বাধা সৃষ্টির অভিযোগ
- জনবলের ঘাটতি থাকায় শুল্ক আদায় ও নজরদারী কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, উদাহরণস্বরূপ বিমানবন্দর কাস্টমস্ এর প্রয়োজনীয় জনবলের (নারী কর্মকর্তাসহ) মাত্র এক তৃতীয়াংশ রয়েছে

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

চ. আটককৃত পণ্য মূল্যায়ন

- ক্ষেত্র বিশেষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একইসাথে ‘পণ্য মূল্যায়নপত্র’ ও ‘ডিটেনশন মেমো’ ইস্যুর বিধান অনুসরণ না করে বিধি-বহির্ভূতভাবে শুধু ‘ডিটেনশন মেমো’ ইস্যুর অভিযোগ
- স্বর্ণ আটককারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য বাহকের মধ্যে বিধি-বহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ বিদ্যমান

ছ. ‘সোর্সমানি’র ব্যবহার

- ‘সোর্সমানি’ হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম/দুর্নীতির অভিযোগ

ঝ. সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি

- মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি
- পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণেও কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে, যেমন - দ্রুত যোগাযোগ নথি ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, তদন্ত কার্যক্রম, অভিযান পরিচালনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে

৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

ঞ. চোরাচালানের ঘটনার তদন্ত ও বিচার

- চোরাচালানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আদালত হতে সহজে জামিন লাভ করার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত
- বাহক আটক হলেও চোরাচালানে সংশ্লিষ্ট অর্থলগ্নিকারী ও প্রভাবশালীদের আটক না হওয়া। ক্ষেত্র বিশেষে আটকের দুই মাসের মধ্যে জামিনপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় চোরাচালান নিযুক্ত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে
- শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা বিরল, স্বর্ণ চোরাচালানের মামলায় সাজা না হওয়ায় নিম্নোক্ত কারণসমূহ দায়ী বলে অভিযোগঃ
  - দক্ষ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্ষমতায় ঘাটতি
  - সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগপত্র পেশ
  - সাক্ষী না পাওয়া
  - প্রমাণ তদন্ত কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে প্রয়োজনীয় সময়ে অনুপস্থিতি
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা ও বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ
  - চোরাচালান চক্রের সাথে স্থল ও বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একাংশের লাভজনক যোগাযোগ বা সম্পর্ক;

চ্যালেঞ্জসমূহ

৯. বন্ধকী ব্যবসা

- রাজধানীর তাঁতীবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদের (বছরে ৩০% - ৪৮%) স্বর্ণ লগ্নী ('বন্ধকী') ব্যবসার প্রচলন রয়েছে
- অপ্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চ সুদের এই বন্ধকী ব্যবসার ব্যাপারে সরকারি আর্থিকখাত নিয়ন্ত্রক সংস্থা হতে পদক্ষেপের অভাব

১০. স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার

- শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে বঞ্চনা, নির্ধারিত কর্মঘন্টার অনুপস্থিতি, অস্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের অভিযোগ রয়েছে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই
- স্বর্ণ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি বিশেষত মালিকপক্ষের ব্যক্তিদের কারিগর সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা নেতৃত্বে থাকার উদাহরণ রয়েছে

১১. তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা

- দেশে স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি - বেসরকারি উদ্যোগের অনুপস্থিতি। এর ফলে দেশে স্বর্ণের বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, মজুত, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে

- স্থল ও বিমানবন্দরে যাত্রীর আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালংকার সম্পর্কিত তথ্য কোন তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ ও যাত্রীকে রশিদ প্রদানের ব্যবস্থা নেই

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে কী পরিমাণ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত বা আটককৃত স্বর্ণ জমা আছে সে সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততার অভাব

- স্বর্ণখাতের সম্ভাবনা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সেসবের কার্যকর প্রতিকার চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সার্বিকভাবে স্বর্ণখাতের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমতাবস্থায় স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের বাজার ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
- সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, স্থল বন্দর ও বিমান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের যোগসাজশ ও সম্পৃক্ততায় স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে
- দেশে একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানি-নীতি প্রণীত না হওয়া এবং চোরাচালান বন্ধ না হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবশালী, চোরাচালান চক্র, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের একাংশের প্রভাব রয়েছে
- স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান যাচাই, ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়া ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহমূলক পদক্ষেপের অভাবে রপ্তানি শিল্প হিসেবে স্বর্ণখাতের বিকাশ হয় নি
- বিদ্যমান আইনে চোরাচালানের অপরাধে ন্যূনতম দুই বছর হতে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগ ও অপরাধীদের সাজা প্রদানের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল
- দেশের স্বর্ণখাত জবাবদিহিতাহীন, হিসাব-বহির্ভূত, কালোবাজার-নির্ভর এবং এখাতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অনুপস্থিতি ▪ মানপরীক্ষণ ব্যবস্থা ও হলমার্ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা না থাকা ▪ বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি ▪ ব্যাগেজ রুলে অস্পষ্টতা ▪ আমদানিতে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, উচ্চ শুল্কহার ▪ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ অনিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিতাহীন স্বর্ণবাজার ▪ ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ রপ্তানি প্রণোদনা ও উদ্যোগের অভাব ▪ কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও গবেষণার অনুপস্থিতি	▪ বৈধপথে আমদানি না হওয়া ▪ কালোবাজার-নির্ভর স্বর্ণবাজার ▪ অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের বাজার প্রসার ▪ আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সহযোগিতায় স্বর্ণের চোরাচালান অব্যাহত ▪ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ ▪ হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয়ের চর্চা নেই ▪ ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের ওপর তথ্যের অনুপস্থিতি ▪ রাজস্ব ফাঁকি, ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনা ▪ অভিযুক্তের সহজে জামিন লাভ ও পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়া	▪ দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ সম্ভাবনা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিকাশ না হওয়া ▪ স্বর্ণখাতের টেকসই বিকাশ ব্যাহত ▪ অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদির ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

স্বর্ণখাতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন যার মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা:

১. স্বর্ণ খাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা

- স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে
- কর প্রদান সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিষ্ঠানের মজুত সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার নিবন্ধনের সুযোগ দিতে হবে
- উক্ত নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সকল ব্যবসায়ীকে সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়ন করতে হবে
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত লাইসেন্স অনুমোদন পদ্ধতি ও ফি পুনর্নির্ধারণ করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

২. স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

- স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর/ ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার/ মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন করতে হবে
- স্বর্ণ বাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার বন্ধে নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ ও হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ জব্দ করতে হবে
- ভ্যাট জালের পরিধি সম্প্রসারণ করে সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ভ্যাটের আওতাধীন করতে হবে

৩. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত

- সর্বশেষ বছরের বিক্রিত স্বর্ণের বিপরীতে ইসিআর/মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করার বৈধতা প্রদান এবং নির্ধারিত পরিসীমার অতিরিক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মজুত বাজেয়াপ্ত করতে হবে
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বর্ণ ওয়্যারহাইজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- একটি নির্ধারিত সময় অন্তর উক্ত ওয়্যার হাউজের খোলা বাজারে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৪. মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ

ক. মান পরীক্ষার ব্যবস্থা

- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বর্ণ মানযাচাই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ সাপেক্ষে দেওয়া মান যাচাই প্রত্যায়ন পত্রের আইনগত বৈধতা থাকতে হবে

খ. হলমার্ক চিহ্নের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা

- আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত সকল মানের (ক্যারেট) স্বর্ণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রচলন নিশ্চিত করতে হবে
- স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণের উপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদে উল্লেখ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৪. মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

গ. বাজার পরিবীক্ষণ

- স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নিশ্চিতকরণ ও বাজার পর্যায়ে তা পরিবীক্ষণ উদ্দেশ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে
- ক্যারেটভিত্তিক স্বর্ণের মান ও ওজনে বিচ্যুতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে

৫. স্বর্ণ আমদানি

ক. পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস ও আমদানি অবাধকরণ

- বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনতে হবে
- রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে
- চূড়ান্ত পর্যায়ে, যেসকল দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সিঙ্গাপুর, স্বর্ণ আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় অবাধ করেছে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অবাধকরণ করতে হবে । এক্ষেত্রে, প্রতিবেশী দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের জন্যে বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহার প্রতিরোধের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে

৫. স্বর্ণ আমদানি (চলমান)

খ. ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআর-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে

- নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে নিবন্ধনধারী স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, সর্বশেষ অর্থ বছরে লেনদেনকৃত স্বর্ণালংকার বিক্রির পরিমাণের (ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড/মূসক চালান অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হবে

- অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক প্রয়োজনে স্বর্ণের ক্রয়মূল্য সমন্বয় করে (বাড়িয়ে) স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করতে পারবে

৫. স্বর্ণ আমদানি (চলমান)

গ. যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন

- বিনাশুল্কে যাত্রীপ্রতি বাৎসরিক সর্বাধিক দু'বার সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম করে স্বর্ণালঙ্কার আনার সুযোগ প্রদান করতে হবে
- বন্দরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাত্রীর আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালঙ্কার সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট যাত্রীর আগমন সম্পর্কিত বহির্গমন অধিদপ্তরের তথ্যভাণ্ডারে অনলাইনে সংরক্ষণ ও রশিদ প্রদান করতে হবে
- শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে মূল্য সমন্বয় ও শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তবে এই সুযোগ অপব্যবহার করলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
- উল্লেখ্য, জুলেয়ারির মালিকের পক্ষে অন্যকেউ বাহক হিসেবে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারবেন না

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৫. স্বর্ণ আমদানি (চলমান)

ঘ. যাত্রী ও ব্যাগেজ তল্লাশির পরিধি সম্প্রসারণ

- **সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা তথ্য বিবেচনাপূর্বক চোরাচালানের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ,** যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং,ইত্যাদি, **থেকে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে**

ঙ. ব্যাগেজ রুলের যথাযথ প্রয়োগ

- **ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে আনা স্বর্ণালঙ্কারের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে**

৬. স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার

ক. রপ্তানি সনদঃ সকল ফি অনলাইনে জমা ও 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি সনদ প্রদান করতে হবে। সনদপ্রাপ্ত কেউ আইন-বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত হলে উক্ত সনদ বাতিল করতে হবে

খ. রেয়াত ও ভর্তুকিঃ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৬. স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার (চলমান)

গ. স্বর্ণালংকারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয়: কারিগরী বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য তৈরি স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে

ঘ. 'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যারহাউজ' পদ্ধতির অবলুপ্তি: এই পদ্ধতি জটিল, অকার্যকর, দীর্ঘসূত্রী ও অনিয়মের উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হওয়ায় তা বিলুপ্ত করতে হবে

ঙ. রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: রপ্তানির আড়ালে চোরাচালানের ঘটনা প্রতিরোধে এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সমন্বিতভাবে তথ্য সংরক্ষণ, রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণালঙ্কার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে

চ. পরিবহন (ফ্রেইট) ও বীমা সমস্যার সমাধান: বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠান বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পরিবহনের জন্য সম্মত হওয়ার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, যেমন- বন্দরে মালামাল চুরি, হারানো, নষ্ট হওয়া ও অযথা সময়ক্ষেপণ, ইত্যাদি রোধ করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৭. ভোক্তার স্বার্থ

- ক্রয়কৃত স্বর্ণালঙ্কারে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে মান (ক্যারেট) অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর, খাদের পরিমাণ, পাথর, মজুরি ও ভ্যাটবাবদ মোট মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে
- বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশমেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারের হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে
- স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার যৌক্তিক ও নির্ধারিত সময়ে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে
- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বাড়িয়ে (স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান, ওজন, খাদ ও উৎসস্থল ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম) বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে স্বর্ণের দোকানে নিয়মিত ইনভেন্টরি অভিযান পরিচালনা করতে হবে

৮. গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন

- সরকার নির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের ন্যায় মুনাফাভিত্তিক গোল্ডবন্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন করা যেতে পারে। ব্যাংক বা ডাকঘরের মাধ্যমে তা দ্রুত ভাঙ্গানোর নিশ্চয়তা থাকবে
- এক্ষেত্রে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যেন গোল্ড বন্ড ভাঙ্গানোর সময় গ্রাহক সাধারণ সঞ্চয় (অন্যান্য ক্ষেত্রে) ও বন্ডের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি মূল্য পান

৯. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ক. সক্ষমতা বৃদ্ধি

- স্থল ও বিমানবন্দরের সকল আগমনী ও বহির্গমন দরজায় সর্বাধিক প্রযুক্তির স্ক্যানার ও আর্চ-ওয়ে (ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানিতে তৈরি) স্থাপন ও শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যাগেজ রুল ও কাস্টমস আইনে সংশোধনী আনতে হবে

- আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মালামাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

- কন্টেইনার বিমান আরোহীদের খাদ্য, পানীয় ও মালামাল (কার্গো), বর্জ্য ও বর্জ্যবাহী মোটরযান ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের (ইউরোপে তৈরি) আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার'-এর ব্যবস্থা করতে হবে

- চোরাচালান প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিমানবন্দরভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জনবল যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে। নারী যাত্রীদের অনুপাতে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে

৯. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

খ. কাস্টমস আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ

- গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিমান অবতরণের সাথে সাথে শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা বাধায় কার্গোহোলসহ বিমানের যেকোনো স্থান, বিমানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিনাবাধায় তল্লাশীর ক্ষমতা (শুল্ক আইনে প্রদত্ত) প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে

গ. আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়

- স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন - বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর, দুদক ইত্যাদির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে
- চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য আটক সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত কার্যক্রমে পুলিশের পাশাপাশি আটককারী সংস্থা দ্বারা সমন্বিত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভিযোগপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

৯. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

ঘ. আটককৃত পণ্য যথাযথ মূল্যায়ন

- আটককৃত পণ্যের বিপরীতে ধার্যকৃত অর্থ বাহকের সাথে না থাকলেও শুল্ক মূল্যায়ন সাপেক্ষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেসাথে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর বিষয়টির স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

ঙ. বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা ও উন্মুক্তকরণ

- প্রতিমাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের পরিসংখ্যানগত হিসাব ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে
- প্রতিবছর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৯. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

চ. ‘সোর্সমানি’ ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

- রাষ্ট্রীয় অর্থ হওয়ায় ‘সোর্সমানি’ হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি নিরীক্ষণের আওতাধীন করতে হবে
- ‘এয়ারপোর্ট কাস্টমস কমিশনার’ এর অনুকূলে ‘সোর্সমানি’ হিসেবে নামে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রকৃত সোর্সকে কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া হচ্ছে তা জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে
- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাৎসরিক বরাদ্দ ও বণ্টনকৃত (ব্যয়িত) অর্থের পরিসংখ্যানগত তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে

ছ. ঝুঁকিভাতা বৃদ্ধি

- স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান ও অবৈধ স্বর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান কিংবা অবৈধ পণ্য আটক করলে সংশ্লিষ্টদেরকে আকর্ষণীয় ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

৯. চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (চলমান)

জ. চোরাচালানের ঘটনার বিচার

- বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে অধিকহারে এবং সরকারপক্ষ মামলায় চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদেরকে যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে
- আইনের ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালত থেকে যাতে সহজে জামিন না পায় সে বিষয়ে এটর্নি জেনারেল অফিসকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকের জন্য নিজস্ব আইনজীবী প্যানেলের ব্যবস্থা করতে হবে

ঝ. আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ

- সড়ক, আকাশ ও নৌপথে বাংলাদেশে প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার কার্যকর করতে দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

১০. বন্ধকী ব্যবসা

- উচ্চ সুদের 'বন্ধকী' ব্যবসাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। বন্ধকী ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্বর্ণালঙ্কারের বিপরীতে অর্থঋণের ব্যবস্থা করতে হবে

১১. স্বর্ণ শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার

- স্বর্ণখাতের সাথে সংশিষ্ট শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিকরা যেন ন্যায়সঙ্গত চুক্তিমূল্য ও পারিশ্রমিক/মজুরী পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কারিগর/শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে
- স্বর্ণ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন মালিকপক্ষের ব্যক্তিগণ কারিগরদের সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

১২. তথ্যভান্ডার ও গবেষণা

- দেশে স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলাম স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে
- সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে স্বর্ণ খাতের ওপর সামগ্রিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে

১৩. 'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা

- স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রকার অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি যৌক্তিক ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে

স্বর্ণখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ

১৪. স্বর্ণনীতি বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ

- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন
- উক্ত টাস্কফোর্স প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও স্বর্ণ খাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে
- সর্বোপরি, এই কমিটি স্বর্ণ নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণ

- একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে হবে

এই নীতিমালা স্বর্ণসহ সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর, যেমন- হীরা, প্লাটিনাম, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচিত হতে পারে

সবাইকে ধন্যবাদ